গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

বিষয়ঃ এপ্রিল ২০১৮ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	মোঃ আবদুস সামাদ সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ	ঃ	১৬-০৫-২০১৮ খ্রিঃ
সময়	ঃ	সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক।

আলোচনা ঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) গত ১০-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ সভায় তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১.	অনিষ্পন্ন বিষয়াদি	(১) বিআইডব্লিউটিএ ঃ (ক) চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ ও জমি হস্তান্তর চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে অর্থাৎ চাঁদপুর নদী বন্দরের কতটুকু তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজন হবে এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (টিএ) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদনে ৮৫.২৬৫৪ একর তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গত ২০-০৭-২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক, চাঁদপুরকে অনুরোধ জানানো হয় এবং গত ০৪-০৯-২০১৭ ও ২৯-১০-২০১৭ এবং ০৪-০৩-২০১৮ তারিখে অনুরোধ জানিয়ে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। (খ) কক্সবাজার নদী বন্দরের তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ-এর নিকট হস্তান্তর এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১২-০৭-২০১৭ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গত ২৭-০৭-২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ এবং জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(ক) এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এবং বিআইডব্লিউটিএ হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন এবং উক্ত তীরভূমির নক্সা সংগ্রহ ও অন্যান্য সহযোগিতা করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার মাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ) যুগ্মসচিব (টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এর সাথে যোগাযোগ রেখে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিআইডব্লিউটিএ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

RD.

		এ বিষয়ে গত ২৯-১০-২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ এবং জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারকে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী ২২-১১-২০১৭ তারিখে কক্সবাজার নদী বন্দরের তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে হস্তান্তরের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে এবং ০৪-০১-২০১৮ তারিখে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে এছাড়াও এ বিষয়ে জরিপ কাজ ও টেবিল ওয়ার্ক সম্পন্ন করা হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয় । **(২) বিআইডব্লিউটিসি ঃ** (ক) বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক পরিচালিত ফেরিগুলোতে বাড়তি জ্বালানী খরচ বাবদ ০৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় শিরোনামে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তরের সংবাদের প্রেক্ষিতে তদন্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ফেরিতে ০৮ মাসে বাড়তি জ্বালানী খরচ সাড়ে ০৬ (ছয়) কোটি টাকা শিরোনামে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় গত ১১.০৭.২০১১ তারিখে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪-০৪-২০১২ তারিখে গঠিত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআইডব্লিউটিসিকে অনুরোধ করা হয় এবং চারবার তাগিদ দেয়া হয়। সর্বশেষ গত ২৭-০২-২০১৭ তারিখে ০২-০৩-২০১৭ তারিখে মধ্যে জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। বিআইডব্লিউটিসি হতে গত ০২-০৩-২০১৭ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। বিআইডব্লিউটিসি'র জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় মন্ত্রণালয় হতে ২৮-০৩-২০১৭ তারিখে জনাব মোঃ রেজাউল করিম, যুগ্মসচিব-কে আহবায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি। তদন্ত কমিটির আহবায়ককে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দাখিলের জন্য গত ২১-০৯-২০১৭, ৩১-০১-২০১৮ তারিখে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। গত ০৭-০৩-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় জনাব অনল চন্দ্র দাস যুগ্মসচিব-কে আহবায়ক করে তদন্ত কমিটি পুনগর্ঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(ক) অতিরিক্ত তেল খরচের বিষয়ে প্রকৃত কারণ তদন্ত করে মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে। মন্ত্রিপরিষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিপিসি থেকে সরাসরি তেল নেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। অতিরিক্ত তেল খরচের এ ধরণের বিষয়গুলো কঠোরভাবে মোকাবেলা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। জ্বালানী ব্যবহারে নজরদারি এবং স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে হবে। গোয়ালন্দ, পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ঘাট এর দিকে নজরদারিতা বাড়াতে হবে। এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জরুরীভিত্তিতে পেশ করতে হবে।
		খ) সদরঘাট হতে সেন্টমার্টিন রুটে পর্যটকদের সেবায় সি-ক্রুজ চালুর উদ্যোগ গ্রহণঃ সভায় এ ব্যাপারে প্রতিনিধি, বিআইডব্লিউটিসি জানায় সদরঘাট হতে সেন্টমার্টিন রুটে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে সি-ক্রুজ চালুর বিষয়ে একটি সভা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি সভাকে জানায় যে, সভার মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে বেসরকারি উদ্যোগতাগণকে এ বিষয়ে বিনিয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছে। নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি বেসরকারি জাহাজের মাধ্যমে ঢাকা-	(খ) বিআইডব্লিউটিসি আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ঢাকা-সেন্টমার্টিন, খুলনা-সেন্টমার্টিন, বরিশাল-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে সি-ক্রুজ বা পর্যটন আর্কষণ জাহাজ চালুর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিসি ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গ) বিআইডব্লিউটিসির অস্থায়ী প্রধান কার্যালয়ের সড়ক প্রান্তে মেঘা মনিটর ডিসপ্লে

		সেন্টমার্টিন, খুলনা-সেন্টমার্টিন, চট্টগ্রাম-সেন্টমার্টিন, বরিশাল-সেন্টমার্টিন রুটে আগামী শীত মৌসুমের (নভেম্বর-ডিসেম্বর) মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে নৌপরিবহন অধিদপ্তর এর দায়িত্ব থাকবে মর্মে সচিব মহোদয় উল্লেখ্য করেন।	স্থাপন করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটিসির সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		(৩) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মোবক)	
		(ক) মোবক কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতালের কর্মরত নার্সদের ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মোবক) জানান যে, বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং রয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব (মোবক) কে যোগাযোগ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মোবক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
		(খ) মোবকের সকল কর্মকর্তাগণকে বন্দর এলাকায় স্বপরিবারে বসবাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোংলা এলাকায় ১০ (দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ মোবক এর কোন কর্মকর্তা মোবক এলাকার বাহিরে থাকতে পারবে না মর্মে সভায় সচিব মহোদয় উল্লেখ করেন, তৎপ্রেক্ষিতে মোবক এর প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন যে, স্টাফ লেভেলের কর্মচারীগণ প্রায় সবাই মোবক এলাকাতেই থাকেন, তবে অফিসারদের মোবক এলাকায় থাকার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও সচিব নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভায় উল্লেখ করেন যে, যেসব কর্মকর্তা/কর্মচারী মোবক এলাকাতে থাকতে অনিহা দেখায় তাদেরকে এ বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(খ) মোংলা এলাকায় ১০(দশ) তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও, সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মোবক এলাকায় বসবাসের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
		(৪) বিএসসি (বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন)	
		(ক) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে মহাব্যবস্থাপক পদ বিলুপ্তকরে DPA (Designated Person Ashore) পদ সৃজন অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের চাহিদা মোতাবেক পুনঃতথ্য সহকারে পত্রের জবাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ভেটিং এর কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ক) বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অর্থ বিভাগের সাথে বিএসসি এবং সংশ্লিষ্ট শাখা নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে।
		(খ) বিএসসি এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালা তৈরী: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মডেল চাকুরী প্রবিধানমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসসি কর্তৃক প্রণীত চাকুরী প্রবিধানমালার খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (সংস্থা) ৫ আহ্বায়ক করে (পাঁচ)	(খ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা ও বিএসসি এর সংশ্লিষ্টগণ দ্রুত প্রবিধানমালা তৈরির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

		সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করা হবে।	
		(৫) নৌপরিবহন অধিদপ্তর ঃ	
		(ক) নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে তদন্তকরণ: প্রধান প্রকৌশলী বিরুদ্ধে দুর্নীতি তদন্তের জন্য গত ২২-০৪-২০১৮ তারিখে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্ত কর্মকর্তা যুগ্মসচিব (প্রশাসন) দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। এছাড়াও প্রধান প্রকৌশলীর যোগদান সংশ্লিষ্ট মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের প্রাপ্ত রায়ের বিষয়টি আইনগত ভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		(খ) মার্চেন্ট শিপিং এর জন্য ৫৭২ টি পদ সৃজন এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২৩-০১-২০১৭ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে তারা পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদিসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে। পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মার্চেন্ট শিপিং এর পরিবর্তে নৌপরিবহন অধিদপ্তর উল্লেখ করার জন্য সচিব মহোদয় পরামর্শ দেন।	(খ) অধিদপ্তর হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দ্রুততার সাথে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
		(গ) নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৮ঃ এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বেশি বেশি প্রচারণার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিশেষ সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নৌ-নিরাপত্তায় ও দুর্ঘটনা এড়াতে করণীয় বিষয়গুলো পত্র-পত্রিকায় প্রথম ও শেষ পাতায় প্রকাশ করার জন্য সভায় আলোচনা হয়।	গ) সরকারি/বেসরকারি টিভি চ্যানেল এবং পত্র-পত্রিকায় প্রথম ও শেষ পাতায় নৌ-নিরাপত্তায় করণীয় ও দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক বিষয়গুলো রোজার প্রথম থেকেই প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		(৬) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ঃ	
		(ক) চট্টগ্রাম বন্দর কলেজ ও চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজের জন্য ৬৮ টি পদ সৃজন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালিত কলেজ ও বন্দর মহিলা কলেজের ৬৮টি পদ সৃজনের **বিষয়ে** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ২০-০২-২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। প্রয়োজনে টেলিফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে বিষয়টি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
		(খ) বন্দর এলাকায় বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য পদ সৃজন এ বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, বন্দর এলাকায় বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য পদ সৃজনের প্রস্তাব চবক শাখা হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে তা কয়েকটি বিষয়ে তথ্য চেয়ে ফেরত প্রদান করে। যার কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা সভাকে জানায়।	(খ) দ্রুত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

		চেয়ারম্যান, চবককে জরিপ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে।	
		(গ) ঢাকাস্থ আইসিডির ১৩টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণ ঢাকাস্থ আইসিটির ১৩ টি পদের মেয়াদ সংরক্ষণের জন্য ২৩-০৫-২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের হতে সম্মতি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে তবে ভেটিং প্রক্রিয়া শেষ হয়নি মর্মে অধিশাখা কর্মকর্তা সভায় জানান।	(গ) এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
		(ঘ) চবক হাসপাতালের ৫৯ টি প্রয়োজনীয় পদ সৃজন চবক পরিচালিত হাসপাতালের ৫৯ টি প্রয়োজনীয় পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী চবক হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়টি চবক শাখা সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি যোগাযোগের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	(ঘ) হাসপাতালের ৫৯ টি প্রয়োজনীয় পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তাব সংশোধন করে দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়।
		(ঙ) চবক এর অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এর পদ সৃজন চবক এর অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এর পদ সৃজনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ২১-৯-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, চবক এর মেম্বার প্রশাসন ও প্লানিংকে আলাদা করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। মেম্বার (ট্রাফিক) এর পদ সৃষ্টির বিষয়েও চবক কর্তৃপক্ষ এর কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঙ) এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (চবক) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
		(চ) আসন্ন রমজান উপলক্ষ্যে বন্দরে যেন জাহাজ জট সমস্যা না হয় সে বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সচিব মহোদয় ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মালামাল খালাসের তাগিদ দিয়েছেন।	(চ) বন্দরে যাতে কোন জাহাজ অতিরিক্ত সময়ের জন্য আটকে না থাকে, পন্য যাতে দ্রুত খালাস করা যায় সে বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পাশাপাশি চবক নিয়মিতভাবে প্রতিদিনের জাহাজ চলাচল বিষয়ক তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে জানাবেন।
২.	শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে ঃ	১। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)ঃ চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান যে, চট্টগ্রাম বন্দরের বর্তমান শূন্য পদের সংখ্যা ৪৫৫ টি এবং ৮৫২টি শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ হয় সে দিকে খেয়াল রেখে বিধি মোতাবেক, নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। নিয়োগ কার্যক্রমে কোন প্রকার অনিয়ম যেন না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সভায় গুরুত্ব দেয়া হয়। চবক এর লিখিত পরীক্ষা টেকনিক্যাল পদগুলো যেমন কম্পিউটার	১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/ সংস্থায় বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে। সকল ধরণের নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজনের যথাযথ নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

		অপারেটর/স্টেনোগ্রাফার এ জাতীয় পদে বেশি সংখ্যক প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়, এছাড়া অন্যান্য পদে কম সংখ্যক প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় রাখার ব্যাপারে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া, নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন করার বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।	
		২। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মোবক)ঃ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পদ ২৭৯৬। কর্মরত ১১৫৫, শূন্যপদ ১৬৪১, ২টি পর্বে ৩৪৫+৫০৩=৮৪৮ টি পদের জন্য ছাড়পত্রের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতিনিধি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সভাকে জানান।	২। ছাড়পত্র প্রাপ্ত শূন্যপদ দ্রুততার সাথে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন ও ছাড়পত্রের সঙ্গে নিয়োগ কমিটি অনুমোদন করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
		৩। বিআইডব্লিউটিএ এর জনবল নিয়োগ সংক্রান্তঃ এ বিষয়ে বর্তমানে বিদ্যমান জটিলতা নিরসনে আলোচনা হয়। এছাড়াও অফিস সহায়ক, মালি ও ঝাড়ুদার পদগুলো আউটসোসিং এ নিয়োগের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	৩। বিআইডব্লিউটিএ এর জনবল নিয়োগের বিধি অনুসরণে অফিস সহায়ক, মালি ও ঝাড়ুদার পদগুলো আউটসোসিং এর মাধ্যমে নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।
৩.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ প্রসঙ্গে ঃ	এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রেরিত অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। দপ্তর/সংস্থার মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবে। যত দ্রুত সম্ভব অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো তদারকি ও যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করবে। ২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ৩। মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (অডিট) প্রতি সপ্তাহে সভা করবে। ৪। মন্ত্রণালয়ে একটি অডিট সেল বা বাজেট বাস্তবায়ন মনিটরিং বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। ৫। দপ্তর/সংস্থার অডিট বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । ৬। সংস্থাওয়ারী ও কেন্দ্রীয়ভাবে সভা আহ্বান করতে হবে।
৪.	মামলা সংক্রান্ত ঃ	সভায় মামলা সম্পর্কে দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি আলোচনান্তে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ করে এটর্নী জেনারেলের সহযোগিতা নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট থাকার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার আইন কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক আদালতগুলোতে তদারকির কাজে নিয়োজিত রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	১। মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পরই ওকালতনামা, আইনজীবী নিয়োগ, অনুচ্ছেদ ওয়ারি বক্তব্য তৈরি করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নিকট পৌঁছানো এবং Contempt of Court এর বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যহত রাখছেন।

			২। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহে যাদের অদ্যাবধি মামলার জবাব প্রেরণ বাকি রয়েছে তাদের মামলার নম্বরসহ দ্রুত জবাব প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। প্রয়োজনে শাখা হতে এ জন্য তাগিদ প্রদান করতে হবে। ৩। দপ্তর/সংস্থার প্রধানকে বিবাদী করে যে সব মামলা দায়ের করা হয়েছে, সেসব মামলার সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট তথ্য, গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। ৪। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে মামলাগুলোর বিষয়ে ফলোআপ করার জন্য কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। কর্মকর্তাগণ কোর্টে নিয়মিত যাতায়াত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অগ্রগতি রিপোর্ট প্রদান করবেন। যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
৫.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত ঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়াও বর্তমানে অত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তাবায়িত ৩৮টি প্রতিশ্রুতি দ্রুত ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সভা থেকে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করা হয়।	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রদত্ত নির্দেশনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থায় পেন্ডিং রাখা যাবে না। ৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কার্যকর ব্যবস্থা নিবে। ৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়'কে অবহিত করবে। ৫। বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক প্রকল্প কাজের অগ্রগতি মনিটরিং/পরিদর্শন করবেন। ৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সমূহের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি যদি বাস্তবায়নযোগ্য না হয় বা সে বিষয়ে কোন জটিলতা থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।
৬.	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংক্রান্ত ঃ	১। শাখাসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/সংস্থা হতে সংগ্রহ করে উক্ত প্রতিবেদন (হার্ডকপি ও সফটকপি) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। ২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে।	১। শাখাসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/সংস্থা হতে সংগ্রহ করে উক্ত প্রতিবেদন নিকোস ফন্টে (হার্ডকপি ও সফটকপি) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। ২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। ৩। পেন্ডিং থাকা ০৭টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ

			বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৭.	আইন বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্ত ঃ	১) দপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট ইংরেজী ভাষায় প্রণীত আইন বাংলায় অনুবাদ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মোট ১২ আইন বাংলায় অনুবাদের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উক্ত আইনগুলো কিভাবে দ্রুত বাংলায় অনুবাদ ও যুযোগপযোগি করণ সম্পন্ন করা যাবে তা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১/ ক) যে আইনগুলো এখনো বাংলায় যুগোপযুগি করে অনুবাদ করার কাজ শেষ হয়নি, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) আইনগুলো অনুবাদের বিষয়ে সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে, সে সাথে বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগের খরচ স্ব-স্ব সংস্থাগুলো বহন করবে। (গ) আইন ও বিধি প্রণয়ন দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে স্পেসিয়ালিস্ট এর মাধ্যমে কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
৮.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ঃ	APA টিম এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সন জনাব অনল চন্দ্র দাস (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বিভিন্ন কার্যক্রম সন্তোষজনক রয়েছে এবং নিয়োজিত বিষয়টি মনিটরিং করা হচ্ছে। সভাপতি এই মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি নিয়ে বিষয়ক অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য কমিটিকে সভা হতে অনুরোধ করেন।	১। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির ব্যাপারে আলাদাভাবে সভা করতে হবে। নিয়মিত তার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অগ্রগতি প্রতিবেদন সভাকে জানাতে হবে। ২। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষমাত্রা অর্জনে বিশেষজ্ঞ পুল ও APA টিম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৩। এ বিষয় মনিটরিং করতে হবে।
৯.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ঃ	(ক) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২১-০৬-২০১৭ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চার জন্য এ মন্ত্রণালয়ে পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিমাসে শ্রেষ্ঠ কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবিসহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়া যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ভাল কাজ করবে তাদের পুরস্কার দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১০.	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)ঃ	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক তথ্য সভায় উপস্থাপন করে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
১১.	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ঃ	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি বিষয়ে যুগ্মসচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে নিয়মিত সভা করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।
১২.	মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং , ইনোভেশন ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত ঃ	ই-ফাইলিং কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইনোভেশন, ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সভায় আলোচনা হয়।	১। মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং বিষয়ে শাখাসমূহের প্রস্তুতকৃত বিভাজন অনুযায়ী মাসে যথাক্রমে ৫০,৩৫ ও ২২ স্কোর করতে হবে। ২। শাখা কর্মকর্তাগণ (সহঃ সচিব/সিঃ সহঃ সচিব/উপসচিব) প্রতি সপ্তাহে ১দিন(হতে পারে বুধবার বেলা ২.৩০ ঘটিকা) উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তা প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনাপূর্বক নিশ্চিত

			করবেন। ৩। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ (যুগ্মসচিব ও তদুর্ধ) দিনে ২বার ই-ফাইলিং এ প্রবেশকরতঃ আগত নথি/ডাক নিষ্পত্তি করছেন। ৪। শাখা ভিত্তিক পারফরমেন্স সকলের অবগতির জন্য মাসিক সমন্বয় সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জণের বিষয়ে শাখার কর্মকর্তাগণ সভাকে অবহিত করবেন। ৫। নিয়মিত সভার মাধ্যমে ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকী করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে। ৬। ওয়েবসাটে প্রচারযোগ্য তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করতে হবে এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখতে হবে। সকল শাখা অধিশাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আইসিটি শাখাকে সহায়তা করবে।
১৩.	বিবিধঃ	(ক) প্রত্যেক শাখা/অধিশাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার ০৩(তিন) দিন পূর্বেই পূর্ববর্তী সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন স্বাক্ষরপূর্বক সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। (খ) অগ্রগতি প্রতিবেদন হার্ডকপির পাশাপাশি সফট কপি (নিকস ফন্টে) সংসদ ও সমন্বয় শাখার ই-মেইলযোগে sas.admin1@mos.gov.bd প্রেরণ করতে হবে। (গ) দপ্তর/সংস্থা হতে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের স্ব-স্ব শাখায় প্রেরণ করবে। এরপর সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সমন্বিত প্রতিবেদন সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করবে।	(ক) প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বা সমন্বয় সভার ৭ কর্মদিবসের পূর্বে মন্ত্রণালয় হতে সংস্থার এবং সংস্থা হতে মন্ত্রণালয়ের শাখাসমূহের মধ্যে যে সকল পেন্ডিং বিষয় আছে তার তালিকা সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

২। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা/-
২১/০৫/২০১৮
(মোঃ আবদুস সামাদ)
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

অঃ পৃঃ দ্রঃ

নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.১৬(অংশ-৪)-৭০৬ তারিখঃ ২২/০৫/২০১৮ খ্রিঃ।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, চবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/মোবক/বাস্থবক/পাবক/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
৬। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, জুলদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম-৪২০৬।
৭। উপসচিব, টিসি ও বিএসসি/চবক/টিএ/বাজেট/জাহাজ/প্রশাসন/নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৮। উপ-প্রধান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৯। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, দক্ষিণ হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১১। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (বাস্থবক/পাবক/প্রশাসন/বিএসসি/বাজেট), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১২। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, (পরিঃ-১/২/৩/৪/৫), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৩। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইডে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
১৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/প্রশাসন/বন্দর/সংস্থা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্মসচিব, (মোবক ও বাস্থবক/চবক ও প্রশাসন/টিএ/বাজেট/জাহাজ ও উন্নয়ন/আইন ও অডিট/যুগ্মপ্রধান) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

22.05.2018

(রেবেকা সুলতানা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৫৫৫১